

# ব্যয়ের ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস

## Cost Concept and Classification



### ভূমিকা

#### Introduction

আমরা জানি উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য কোনো পণ্য বা সেবার ব্যয় নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। এ উদ্দেশ্যে ব্যয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরী। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়কে শ্রেণিবিন্যাস করার ও প্রয়োজন হয়। যেমন - উপাদানের ভিত্তিতে, আচরণের ভিত্তিতে, কার্যের ভিত্তিতে, সময়ের ভিত্তিতে প্রভৃতি। ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস করা ব্যয় হিসাববিদদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মোট ব্যয় নির্ণয় যথেষ্ট নয় এজন্যে প্রয়োজন ব্যয়ের বহুমুখী বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাগ। এ ইউনিটে আমরা ব্যয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন ভিত্তির উপর নির্ভর করে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

#### এ ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ-২.১ : ব্যয় ধারণা।
- পাঠ-২.২ : ব্যয়ের উপাদান ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।
- পাঠ-২.৩ : ব্যয়ের আচরণ ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।
- পাঠ-২.৪ : সময় ও ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ।
- পাঠ-২.৫ : সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ।



মূখ্য শব্দ

ব্যয়, খরচ, ক্ষতি, ব্যয় একক, একক ব্যয়, ব্যয় কেন্দ্র, আয় কেন্দ্র, মুনাফা কেন্দ্র, বিনিয়োগ কেন্দ্র, প্রত্যক্ষ ব্যয়, পরোক্ষ ব্যয়, স্থায়ী ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়, পণ্য ব্যয়, কালীন ব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, অনুৎপাদন ব্যয়, প্রাসঙ্গিক ব্যয়, অপ্ৰাসঙ্গিক ব্যয়, সুযোগ ব্যয়, নিমজ্জিত ব্যয়, পার্থক্যমূলক ব্যয়, নগদ ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়।

## পাঠ-২.১

## ব্যয় ধারণা

## Cost Concept



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ব্যয়, খরচ ও ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- ব্যয় একক ও একক ব্যয় কী জানতে পারবেন।
- ব্যয় কেন্দ্র, আয় কেন্দ্র, মুনাফা কেন্দ্র ও বিনিয়োগ কেন্দ্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ব্যয়  
Cost

কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে সম্পদ ত্যাগ করা হয় বা বিসর্জন দেয়া হয় তার আর্থিক মূল্যকে ব্যয় বলা হয়। ব্যয় বলতে নগদে প্রদত্ত ব্যয় ও প্রদেয় ব্যয়ের সমষ্টিকে বুঝায়। ব্যয় প্রকৃত (Actual) বা অনুমিত (Notional) হতে পারে।

AAA এর মতে, “Cost is a foregoing measured in monetary terms incurred or potentially to be incurred to achieve a specific objective” - অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য অথবা সম্ভাব্য কোনো ত্যাগ স্বীকারকে ব্যয় বলে। অতএব, বলা যায় কোনো সুবিধা লাভের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাকে ব্যয় বলে। অর্থ প্রদান, কোনো সম্পদ হ্রাস বা দায় সৃষ্টির মাধ্যমে এরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

## ব্যয়, খরচ ও ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য

## Difference Among Cost, Expense and Loss

**ব্যয় (Cost):** কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে সম্পদ ত্যাগ করা হয় বা বিসর্জন দেয়া হয় তার আর্থিক মূল্যকে বলা হয় ব্যয়।

**খরচ (Expenses):** সম্পদের নিঃশেষিত অংশ অর্থাৎ ব্যয়ের যে অংশ আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তাকেই বলা হয় খরচ।

**ক্ষতি (Loss):** ক্ষতি হলো ব্যয়ের সে অংশ যা থেকে কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না।

নিম্নে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো:

পার্থক্যের বিষয়	ব্যয়	খরচ	ক্ষতি
১। উদ্দেশ্য	সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়।	আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়।	এর মাধ্যমে কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না।
২। আওতা	ব্যয় ধারণার আওতা ব্যাপক।	খরচ ধারণার আওতা তুলনামূলকভাবে ছোট।	ক্ষতির আওতা সীমিত।
৩। সময়কাল	ব্যয় এক বা একাধিক কালের জন্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।	খরচ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সাধারণত একটি হিসাবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।	ক্ষতির কোনো সময়কাল নেই।
৪। সম্পত্তি অর্জন	এর মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জিত হয়।	এর মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জিত হয় না।	এর মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জনের প্রশ্নই ওঠে না।
৫। উদাহরণ	দালান নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, অগ্নি বিমা প্রিমিয়াম প্রভৃতি	বেতন, ভাড়া, মজুরি, প্রভৃতি।	আগুনে বিনষ্ট পণ্য, ধর্মঘটের সময় প্রদত্ত বেতন।

## ব্যয় একক

### Cost Unit

ব্যয় নির্ণয়ের জন্যে পণ্য, সেবা অথবা সময়ের সুবিধাজনক একক হলো ব্যয় একক। অন্যভাবে বলা যায় ব্যয় একক হলো এমন একটি একক যার উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে ছোট উপরিভাগে ভাগ করা হয় এবং বিক্রয়যোগ্য প্রতি একক পণ্য বা সেবার ব্যয় নির্ণয় করা হয়। ICMA London এর মতে “Cost unit as a unit of quantity of Product, services or time (or a combination of those) in relation to which Cost may be ascertained or expressed” -অর্থাৎ ব্যয় একক হলো ব্যয় নির্ণয় ও প্রকাশ সম্পর্কিত দ্রব্য, সেবা অথবা সময়ের একক (অথবা এগুলোর একটা সংমিশ্রণ)।

প্রতিষ্ঠান ব্যয় এককের উপর ভিত্তি করে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ব্যয় নির্ণয় করে থাকে। যেমন: টেক্সটাইল মিলে এক মিটার কাপড়ের ব্যয়, ঔষধ কারখানায় প্রতি পাতা ঔষধের দাম, বাসের ক্ষেত্রে যাত্রী মাইল বা কিলোমিটার, ট্রাকের ক্ষেত্রে টন মাইল বা কিলোমিটার প্রভৃতি ব্যয় একক।

## একক ব্যয়

### Unit Cost

পণ্য বা সেবার মোট উৎপাদন ব্যয়কে উৎপাদন একক বা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে একক ব্যয় বলে। যেমন-১,০০০ একক পণ্যের মোট উৎপাদন ব্যয় ১০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে একক ব্যয় হলো  $(10,000 \div 1,000) = 10$  টাকা। মজুদ পণ্যের মূল্যায়নে, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ে, পণ্যের বা সেবার মূল্য নির্ধারণে একক প্রতি ব্যয় নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়।

## ব্যয় কেন্দ্র

### Cost Centre

ব্যয়কে যখন কোনো স্থান, ব্যক্তি, যন্ত্রপাতি, পৃথক বিভাগ রূপে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তখন উক্ত বিন্যাসের প্রতিটি অংশকে এক একটি ব্যয় কেন্দ্র বলা হয়।

ICMA London এর মতে, “Cost centre is a location, Person or item of equipment (or a group of those) for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control” -অর্থাৎ ব্যয় কেন্দ্র হলো একটি স্থান বা সরঞ্জামের আইটেম (অথবা এদের একটি গ্রুপ) যাদের ব্যয় নির্ণয় করা হয় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং ব্যয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের একটি সেকশন যাতে ব্যয় চার্জ করা হয়।

## আয় কেন্দ্র

### Revenue Centre

কোনো প্রতিষ্ঠানের আয় অর্জনের জন্যে যতগুলো ক্ষেত্র থাকে, এদের প্রত্যেকটিকে এক একটি আয় কেন্দ্র বলে। পণ্য বা সেবা বিক্রয় ও বিতরণ এর সাথে আয় কেন্দ্র জড়িত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে আয়কেন্দ্রগুলোর বাজেটকৃত আয়ের সাথে প্রকৃত আয়ের তুলনা করে আয় কেন্দ্রের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়।

## মুনাফা কেন্দ্র

### Profit Centre

মুনাফা কেন্দ্র হলো একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ যার আয় ও ব্যয় নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকে। মুনাফা কেন্দ্র থেকে আয় ও ব্যয় উভয়ই নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত আয় ব্যয়ের পার্থক্য থেকে মুনাফার পরিমাণ ও নির্ধারণ করা হয়।

Garrison & Noreen এর মতে, “A Profit centre is any segment that has control over both cost & revenue” -অর্থাৎ মুনাফা কেন্দ্র হলো এমন একটি অংশ যা খরচ ও আয় উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে।

মুনাফা কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। মুনাফা কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের লক্ষ্য হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বাজেটকৃত বা অনুমিত মুনাফার সাথে প্রকৃত মুনাফার তুলনা করে মুনাফা কেন্দ্রের দক্ষতা মূল্যায়ন করা।

## বিনিয়োগ কেন্দ্র

### Investment Centre

যে বিভাগ আয় ব্যয় ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বিনিয়োগের দায়িত্ব পালন করে তাকে বিনিয়োগ কেন্দ্র বলে। অর্থাৎ এ বিভাগ মুনাফা ও বিনিয়োগ উভয়ের জন্যেই দায়ী থাকে।

Garrison & Noreen এর মতে, “An Investment Center is any segment of an organization that has control over Cost and revenue and also over the use of investment funds” -অর্থাৎ বিনিয়োগ কেন্দ্র হলো এমন অংশ যা ব্যয় এবং আয় ও বিনিয়োগকৃত তহবিলের ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

বিনিয়োগ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আয়, ব্যয় এবং কেন্দ্রের সম্পদ বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়াও বিনিয়োগ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ঋণনীতি, পাওনা আদায় ও মজুদনীতি নির্ধারণে ভূমিকা রেখে থাকেন।



#### সারসংক্ষেপ:

কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে সম্পদ ত্যাগ করা হয় বা বিসর্জন দেয়া হয় তার আর্থিক মূল্যকে বলা হয় ব্যয়। ব্যয়ের যে অংশ আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বলা হয় খরচ। আর ব্যয়ের যে অংশ থেকে কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না তাকে বলা হয় ক্ষতি। ব্যয়ের সাথে ব্যয় একক ও একক ব্যয়ের ধারণাটি সম্পর্কিত। ব্যয় নির্ণয়ের জন্যে কোনো পণ্য, সেবা কিংবা সময়ের সুবিধাজনক একককে বলা হয় ব্যয় একক। আবার পণ্য বা সেবার মোট ব্যয়কে মোট একক বা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে একক ব্যয় পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের ব্যয় চার্জ করার সেকশন কে বলা হয় ব্যয় কেন্দ্র। অনুরূপভাবে আয় অর্জনের ক্ষেত্র বা পয়েন্টগুলোকে বলা হয় আয় কেন্দ্র। এছাড়াও একটি প্রতিষ্ঠানে মুনাফা কেন্দ্র, বিনিয়োগ কেন্দ্র প্রভৃতিও বিদ্যমান থাকে।

## পাঠ-২.২

ব্যয়ের উপাদান ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ  
Classification of Cost by Elements

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপাদানের ভিত্তিতে ব্যয়কে শ্রেণি বিন্যাস করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।



## উপাদানের ভিত্তিতে ব্যয়ের শ্রেণি বিন্যাস

## Classification of Cost According to Element

উপাদানের ভিত্তিতে ব্যয়কে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন : (ক) প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Cost)

(খ) পরোক্ষ ব্যয় (Indirect Cost)

প্রত্যক্ষ ব্যয়কে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (i) প্রত্যক্ষ মাল (ii) প্রত্যক্ষ শ্রম (iii) অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়। অনুরূপভাবে পরোক্ষ ব্যয় বা উপরিব্যয়কে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (i) কারখানা উপরিব্যয় (ii) বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয় (iii) অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয়।

(ক) **প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Cost)** : প্রতিটি পণ্যের জন্যে যে ব্যয় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে। অন্যভাবে বলা যায় প্রত্যক্ষ ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যা কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ বা নির্দিষ্ট পণ্যের জন্যে যুক্তিসংগত এবং বাস্তব দিক হতে নির্ধারণ করা যায়।

প্রত্যক্ষ ব্যয়ের উপাদানগুলো নিম্নরূপ

- প্রত্যক্ষ মাল (Direct Materials)** : যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপাদান এবং যার মূল্য মূখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ মাল। বেশির ভাগ শিল্পের প্রধান ব্যয়ই হলো প্রত্যক্ষ মাল বা কাঁচামাল। যেমন আসবাবপত্র তৈরির জন্যে কাঠ, চিনির জন্যে আঁখ, সুতার জন্যে তুলা বা রেশম প্রভৃতি।
- প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour)** : কোনো দ্রব্য উৎপাদনে যে শ্রম সরাসরি জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। কাঁচামাল থেকে তৈরি পণ্য রূপান্তরে যে মানব শ্রমের প্রয়োজন হয় তার জন্যে প্রদত্ত মজুরি ব্যয়ই হলো প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়।
- অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় (Other Direct Cost)** : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় ছাড়া উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সকল ব্যয়কে বলা হয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়। যেমন - কোনো বিশেষ একশন, ডিজাইন প্রভৃতির ব্যয়।

(খ) **পরোক্ষ ব্যয় (Indirect Cost)** : যে ব্যয় প্রত্যেকটি দ্রব্য বা পণ্যের জন্যে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না তাকেই বলা হয় পরোক্ষ ব্যয় বা উপরি ব্যয়। পরোক্ষ ব্যয় বা উপরি ব্যয়কে নিম্নোক্ত উপভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:-

- কারখানা উপরিব্যয় (Factory Overhead)** : কারখানায় উৎপাদন কাজের সাথে সম্পর্কিত উপরিব্যয়কে কারখানা উপরিব্যয় বলে। যেমন - কারখানার ভাড়া, কারখানার বিদ্যুৎ ব্যয়, কারখানা ম্যানেজারের বেতন প্রভৃতি।
- বিক্রয় ও বিতরণ উপরি ব্যয় (Selling and Distribution Overhead)** : পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যে যে ব্যয় করা হয় তাকে বিক্রয় ও বিতরণ উপরি ব্যয় বলে। যেমন - বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন প্রভৃতি।

- (iii) অফিস ও প্রশাসনিক উপরি ব্যয় (Office and Administrative Overhead) : প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে অফিস ও প্রশাসনিক উপরি ব্যয় বলে। যেমন - অফিসের ভাড়া, অফিস সাপ্লাইজ, অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতা প্রভৃতি।

### প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

#### Difference Between Direct Cost and Indirect Cost

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রত্যক্ষ ব্যয়	পরোক্ষ ব্যয়
১। সংজ্ঞা	যে ব্যয় সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে।	যে ব্যয় সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় তাকে পরোক্ষ ব্যয় বলে।
২। চিহ্নিতকরণ	এ ব্যয়কে উৎপাদিত দ্রব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা যায়।	এ ব্যয়কে উৎপাদিত দ্রব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা যায় না তাই বন্টন করা হয়।
৩। পরিবর্তন	এ ব্যয় উৎপাদনের পরিমানের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমহারে পরিবর্তন হয়।	এ ব্যয় উৎপাদনের পরিমানের কম বা বেশির সাথে সমহারে পরিবর্তিত হয় না।
৪। পরিমান	পণ্য বা সেবার প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমানই বেশী।	পণ্য বা সেবার পরোক্ষ ব্যয়ের পরিমান তুলনামূলকভাবে কম।
৫। ব্যয় আরোপ বা চার্জ	এ ব্যয় সরাসরি উৎপাদন বিভাগে চার্জ করা যায়।	এ ব্যয় পূর্ব নির্ধারিত হারে চার্জ বা প্রয়োগ করা হয়।



#### সারসংক্ষেপ:

কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কে উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয় কে আবার প্রত্যক্ষ মাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় রূপে ভাগ করা যায়। অনুরূপভাবে পরোক্ষ ব্যয় বা উপরিব্যয়কে কারখানা উপরি ব্যয়, বিক্রয় ও বিতরণ উপরি ব্যয় এবং অফিস ও প্রশাসনিক উপরি ব্যয় রূপে ভাগ করা হয়ে থাকে। সংজ্ঞা, উৎপাদিত দ্রব্যের অংশরূপে চিহ্নিত করা, উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন, ব্যয় চার্জ, ব্যয়ের পরিমাণ প্রভৃতি দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

## পাঠ-২.৩

ব্যয়ের আচরণভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ  
Behavioral Classification of Cost

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়কে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।



## আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost According to Cost Behaviour

আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়:-

- (ক) স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost)
- (খ) পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost)
- (গ) আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi-Variable Cost)

(ক) **স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost)** : নির্দিষ্ট কার্যমাত্রার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধিতে যে ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। যেমন - কারখানা ভাড়া, অফিস ভাড়া, সম্পত্তির বীমা খরচ, সম্পত্তির অবচয় প্রভৃতি। উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশি হওয়ার সাথে সাথে মোট স্থায়ী ব্যয় পরিবর্তিত হয় না তবে এককপ্রতি স্থায়ী ব্যয় পরিবর্তিত হয়। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ব্যয় ৬০,০০০ টাকা, উৎপাদনের পরিমাণ ১০,০০০ একক। এক্ষেত্রে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয়  $(৬০,০০০ \div ১০,০০০)$  ৬ টাকা। যদি উৎপাদন একক বৃদ্ধি পেয়ে ১২,০০০ একক হয় এবং স্থায়ী ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে তবে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় হবে  $(৬০,০০০ \div ১২,০০০)$  ৫ টাকা।

(খ) **পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost)** : কার্যমাত্রা বা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধিতে যে ব্যয় সরাসরিভাবে এবং অনুপাতিকহারে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়। কার্যমাত্রা বা উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মোট পরিমাণের পরিবর্তন হলেও একক প্রতি স্থির থাকে। যেমন একটি টেবিল তৈরি করতে ৫,০০০ টাকার কাঠ লাগে অনুরূপভাবে ৪টি টেবিল তৈরি করতে  $(৫,০০০ \times ৪)$  ২০,০০০ টাকার কাঠ লাগে।

(গ) **আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi-Variable Cost)** : যেসব ব্যয় সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল নয় আবার সম্পূর্ণ স্থায়ীও নয় এরূপ ব্যয়কে আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। অর্থাৎ এরূপ ব্যয়ের একটি অংশ স্থায়ী এবং অপর অংশ পরিবর্তনশীল। একে মিশ্র ব্যয়ও বলা হয়। পরোক্ষ শ্রম, বিদ্যুৎ খরচ, টেলিফোন বিল এরূপ ব্যয়ের উদাহরণ।

## স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

## Difference between Fixed Cost and Variable Cost

স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

পার্থক্যের বিষয়	স্থায়ী ব্যয়	পরিবর্তনশীল ব্যয়
১। সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট কার্যপরিসরে উৎপাদনের পরিমাণ কম বেশী হলেও যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় স্থায়ী ব্যয়।	উৎপাদনের পরিমাণ কম বেশী হলে যে ব্যয় সরাসরি পরিবর্তিত হয়, তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

পার্থক্যের বিষয়	স্থায়ী ব্যয়	পরিবর্তনশীল ব্যয়
২। মোট ব্যয়	এ ব্যয়ের মোট পরিমাণ স্থায়ী বা স্থির থাকে।	এ ব্যয়ের মোট পরিমাণ পরিবর্তনশীল।
৩। একক প্রতি ব্যয়	স্থায়ী ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল।	পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি স্থির বা স্থায়ী।
৪। নিয়ন্ত্রণ	স্থায়ী ব্যয়কে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।	পরিবর্তনশীল ব্যয় সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
৫। স্থায়িত্ব	এ ব্যয় দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।	এ ব্যয় স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।



## সারসংক্ষেপ:

আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় এ তিনভাগে ভাগ করা হয়। নির্দিষ্ট কার্যমাত্রায় উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধিতে যে ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাকে বলা হয় স্থায়ী ব্যয়। অনুরূপভাবে কার্যমাত্রা বা উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে যে ব্যয় সরাসরি পরিবর্তিত হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়। আবার যে ব্যয়ের একটি অংশ স্থায়ী এবং অপর অংশ পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় বা মিশ্র ব্যয়। স্থায়ী ব্যয় মোট পরিমাণে স্থির কিন্তু একক প্রতি পরিবর্তনশীল আবার পরিবর্তনশীল ব্যয় মোট পরিমাণে পরিবর্তনশীল এবং একক প্রতি স্থায়ী বা স্থির।



## পাঠ-২.৪

## সময় ও ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost According to Time and Managerial Function



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যয় আরোপের সময় অনুযায়ী ব্যয়কে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।



## ব্যয় আরোপের সময় অনুযায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost According to Time

ব্যয় আরোপের সময় অনুযায়ী ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পণ্য ব্যয় (Product Cost)

(খ) কালীন ব্যয় (Period Cost)

**(ক) পণ্য ব্যয় (Product Cost):** প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়কে পণ্য ব্যয় বলে। অর্থাৎ একটি পণ্য উৎপাদন করতে যে ব্যয় ঐ পণ্যের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাকে পণ্য ব্যয় বলা হয়। যেমন - প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রমব্যয়, কারখানা উপরিব্যয়। Hangren, Foster and Datar এর মতে “Product cost is the sum of the cost assigned to a product of specific purpose” - অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের সমষ্টিকে পণ্য ব্যয় বলে।

পণ্য ব্যয়ের ভিত্তিতে মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়। যখন পণ্য বিক্রয় হয় তখন মোট পণ্য ব্যয়কে খরচরূপে গণ্য করা হয়।

**(খ) কালীন ব্যয় (Period Cost):** যে ব্যয় নির্দিষ্ট সময় কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে কালীন ব্যয় বলে। অফিস ও প্রশাসনিক উপরি খরচ, বিক্রয় উপরিখরচ, কারখানার স্থায়ী খরচ কালীন ব্যয় রূপে গণ্য হয়। Khan & Jain এর মতে “Period Cost may be defined as cost which are matched against the revenue of the current Period” - অর্থাৎ যে সকল ব্যয় চলতি হিসাবকালের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা হয় সে সকল ব্যয়কে কালীন ব্যয় বলে।

সহজভাবে বলা যায় যেসব ব্যয় পণ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় সেসব ব্যয়কেই বলা হয় কালীন ব্যয়। কালীন ব্যয় হচ্ছে অনুৎপাদনশীল ব্যয়। এ ব্যয় একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য করা হয় এবং ঐ সময়ের লাভ-ক্ষতি হিসাবে আয় বিবরণীতে চার্জ করা হয়। কালীন ব্যয়ের সাথে সাধারণত পণ্য উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক থাকে না বলে তা মজুত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

## ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost According to Managerial Function

ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :-

(ক) উৎপাদন ব্যয় (Manufacturing Cost)

(খ) অনুৎপাদন ব্যয় (Non-manufacturing Cost)

**(ক) উৎপাদন ব্যয় (Manufacturing Cost):** উৎপাদন কার্যাবলীর সাথে অর্থাৎ পণ্য বা সেবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। উৎপাদন ব্যয়কে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় প্রধান। অনুরূপভাবে পরোক্ষ উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কারখানা উপরি খরচ প্রধান। কারখানা উপরিব্যয় ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়কে একত্রে রূপান্তর ব্যয় ও বলা হয়।


**(খ) অনুৎপাদন ব্যয় (Non-manufacturing Cost):** কারখানা ব্যয়ের সাথে যে ব্যয়েগুলো জড়িত নয় তাদেরকে অনুৎপাদন ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের পর তা বাজারজাত করা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয়কে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা উপরিব্যয় এবং বিক্রয় ও বিতরণ উপরি ব্যয় এ ধরনের ব্যয় হিসেবে গণ্য। প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ভাড়া, সাপ্লাইজ বা মনিহারি খরচ, অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়ের মধ্যে বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন, বিক্রয় কেন্দ্রের যাবতীয় খরচ উল্লেখযোগ্য।

### পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

#### Difference Between Product Cost and Period Cost

পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :-

পার্থক্যের বিষয়	পণ্য ব্যয়	কালীন ব্যয়
১। সংজ্ঞা	প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়কে পণ্য ব্যয় বলে।	যে ব্যয় নির্দিষ্ট হিসাবকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ঐ সময়ের আয় হতে ব্যয় মিটাতে হয় তাকে কালীন ব্যয় বলে।
২। প্রকৃতি	পণ্য ব্যয় প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত।	কালীন ব্যয় সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।
৩। মজুদ মূল্যায়ন	মজুদ মূল্যায়নে এ ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	কালীন ব্যয় মজুদ মূল্যায়নে বিবেচনা করা হয় না।
৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বাহ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।	অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ।
৫। সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তি	পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।	এ ব্যয় কখনোই সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না।
৬। উন বন্টন বা অতি বন্টন	এ ব্যয়ে কারখানার উপরিব্যয় উন বন্টন কিংবা অতি বন্টন হতে পারে।	এ ব্যয়ে কোনো অবস্থাতেই উন বন্টন বা অতি বন্টন হতে পারে না।

 সারসংক্ষেপ:
ব্যয় আরোপনের সময় অনুযায়ী ব্যয়কে পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয় হিসেবে ভাগ করা যায়। পণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়কে পণ্য ব্যয় বলে। আবার যে ব্যয় নির্দিষ্ট সময়কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে বলা হয় কালীন ব্যয়। ব্যবস্থাপনা কার্য অনুযায়ী ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় ও অনুৎপাদন ব্যয় এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যে ব্যয় সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাকে বলা হয় উৎপাদন ব্যয়। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বা কারখানা ব্যয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয় এরূপ ব্যয়কে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। ব্যয়ের প্রকৃতি, মজুদ মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা, উন বা অতি বন্টন প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

## পাঠ-২.৫

## সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost for Decision Making



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ বলতে পারবেন।



## সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

## Classification of Cost for Decision Making

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমন একটি পণ্য তৈরী অথবা ক্রয়, পণ্য লাইনে নতুন পণ্য সংযোজন ও বন্ধকরণ, বিশেষ ফরমায়েশ মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি। ব্যয় ও সুবিধা (Cost and Benifit) বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিহার্য ব্যয় সমূহ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:-

১. **প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant Cost) :** প্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যা ভবিষ্যৎ ব্যয় এবং যা একাধিক বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। Hangren, Foster and Datar এর মতে “Relevant Cost are those expected future Cost that differ among alternative courses of action” - অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐসব প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ ব্যয় যা বিকল্প কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন- একটি পণ্য তৈরি করতে লাগবে ২০,০০০ টাকা এবং বাহির থেকে ক্রয় করতে লাগবে ২৫,০০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি তৈরী ব্যয় এবং বাহির থেকে ক্রয় প্রাসঙ্গিক ব্যয়।
২. **অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় (Irrelevant Cost) :** অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে না বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ নয় সাধারণত নির্দিষ্ট কার্যস্তর পর্যন্ত স্থায়ী ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক। মনে করি একটি প্রতিষ্ঠান তার পুরাতন যন্ত্রটি পরিবর্তন করে নতুন একটি যন্ত্র প্রতিস্থাপন করতে চায়। পুরাতন যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা এবং চার্জকৃত অবচয় ২০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রের পুস্তকমূল্য (৫০,০০০-২০,০০০) ৩০,০০০ টাকা। যদি পুরাতন যন্ত্র বিক্রয় সম্ভব না হয় তবে পুরাতন যন্ত্রের পুস্তক মূল্য ৩০,০০০ টাকা অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।
৩. **সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) :** বর্জিত বিকল্পের মূল্যই গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়। ব্যবস্থাপকের হাতে একাধিক বিকল্প থাকলে এবং ব্যবস্থাপক যদি একটি বিকল্প গ্রহণ করে অন্যান্য বিকল্পগুলো বর্জন করেন, তখন গৃহীত বিকল্পের একটি সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হবে। বাতিল করা বিকল্পের সর্বাধিক মূল্যই গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়। সুযোগ ব্যয় আসলে কোনো ব্যয় নয়। তুলনামূলক বিশ্লেষণ মাত্র। যেমন - নিজের দালান ভাড়া না দিয়ে ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হলে দালানের সম্ভাব্য ভাড়া ব্যবসায়ের সুযোগ ব্যয়রূপে গণ্য হয়।
৪. **নিমজ্জিত ব্যয় ডুবন্ত ব্যয় (Sunk Cost) :** যে ব্যয় অতীতে হয়েছে এবং আদায়যোগ্য নয় তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বা ডুবন্ত ব্যয় বলে। অর্থাৎ নিমজ্জিত ব্যয় হলো এমন একটি ব্যয় যা অতীতে হয়ে গেছে এবং যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেমন একটি যন্ত্র ১,০০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল। যার বর্তমান মূল্য ৭০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে নিমজ্জিত ব্যয় হলো (১,০০,০০০-৭০,০০০) ৩০,০০০ টাকা।

৫. **নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Controllable Cost)** : যে ব্যয় ব্যবস্থাপনার আয়ত্বের মধ্যে থাকে বা যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। যেমন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদারকির মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অলস সময় হ্রাস করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
৬. **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Uncontrollable Cost)** : যে ব্যয় ব্যবস্থাপক ইচ্ছা করলেই হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারেন না তাকেই অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। অর্থাৎ এ ধরনের ব্যয় কমানো বা বাড়ানো ব্যবস্থাপকের আয়ত্বের মধ্যে থাকে না। যেমন- চুক্তি অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রভৃতি।
৭. **পার্থক্যমূলক ব্যয় (Differential Cost)** : বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্যে মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলে। মোট ব্যয়ের এ পার্থক্য হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তন, বিক্রয় মিশ্রণ পরিবর্তন, তৈরী অথবা ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি কারণে মোট ব্যয়ের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন প্রকল্প 'ক' এর মোট ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা এবং 'খ' এর মোট ব্যয় ২,৩০,০০০ টাকা এক্ষেত্রে পার্থক্যমূলক ব্যয় হলো ৩০,০০০ টাকা।
৮. **নগদ ব্যয় (Out of Pocket Cost)** : নগদ ব্যয় হলো একটি ব্যয় যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলস্বরূপ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে নগদে প্রদত্ত হয়। যেমন- মজুরি ব্যয়, কাঁচামাল ব্যয়, পরিবহন ব্যয় প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায় নগদ ব্যয় বলতে ঐ ব্যয়কে বুঝায় যার জন্যে নগদ অর্থ প্রদান করতে হয় বা চলতি সম্পদ ব্যবহার করতে হয়।
৯. **আরোপিত ব্যয় (Imputed of Cost)** : যে সব ব্যয় কখনো নগদ বহিঃপ্রবাহ ঘটায় না বা আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয় না তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচনা করতে হয় এগুলোকে আরোপিত ব্যয় বলে। যেমন- মালিকের মূলধনের সুদ এবং দালানের ভাড়া।
১০. **প্রমাণ ব্যয় (Standard Cost)** : প্রমাণ ব্যয় হলো একটি পূর্বনির্ধারিত ব্যয় অর্থাৎ কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে কত ব্যয় হবে তা পূর্ব হতে অনুমান করাকে বুঝায়। অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে একটি দ্রব্যের এক বা একাধিক একক উৎপাদন করতে যে কাঁচামাল, শ্রম ও পরোক্ষ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে যুক্তিসংগতভাবে সে সব উপাদানের পূর্ব নির্ধারিত মানকেই প্রমাণ ব্যয় বলে।
১১. **প্রকৃত ব্যয় (Actual Cost)** : পণ্য উৎপাদন করতে প্রকৃতপক্ষে যে খরচ হয় তাকে বলা হয় প্রকৃত ব্যয়। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন করতে প্রকৃতপক্ষে যে কাঁচামাল, শ্রম ও পরোক্ষ ব্যয় হয়ে থাকে তাকে বলা হয় প্রকৃত ব্যয়। প্রমাণ ব্যয়ের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে প্রভেদ বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
১২. **প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost)** : একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে যদি কোনো দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে বা কমে তবে স্থায়ী ব্যয়ের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয়গুলোই হচ্ছে প্রান্তিক ব্যয়।
১৩. **পরিহারযোগ্য ব্যয় (Avoidable Cost)** : প্রক্রিয়া বা সংগঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যয় বর্জন করা যায় তাকে পরিহারযোগ্য ব্যয় বলে। যেমন কোনো কাজ বাদ দিয়ে শ্রমিকের মজুরি কমাতে পারলে এটি একটি পরিহারযোগ্য ব্যয়।
১৪. **অপরিহারযোগ্য ব্যয় (Unavoidable Cost)** : প্রক্রিয়া বা সংগঠনের পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যয়ের পরিবর্তন না হয় তখন ব্যয়গুলো অপরিহারযোগ্য ব্যয় বলে গণ্য হয়। যেমন স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ব্যয়।
১৫. **উৎপাদন বন্ধ সংক্রান্ত ব্যয় (Shutdown Cost)** : কোনো কারণে সাময়িকভাবে কারখানায় উৎপাদন বন্ধ বা স্থগিত রাখা হলেও যে ব্যয় অব্যাহত থাকে তাকে উৎপাদন বন্ধ সংক্রান্ত ব্যয় বলে। যেমন- যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন প্রভৃতি।

১৬. **পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয় (Abandonment Cost)** : কোনো একটি প্রকল্প বা সম্পত্তি পরিত্যাগ করার সময় যে ব্যয়গুলো সংঘটিত হয় তাকে পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয় বলে। যেমন- একটি পুরাতন যন্ত্রকে পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্র বসাতে হলে প্রথমে পুরাতন যন্ত্রকে সরাতে হয়। এ পুরাতন যন্ত্র সরানোর ব্যয়ই হলো পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয়।



#### সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে ব্যবস্থাপনাকে নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমন কোনো পণ্য উৎপাদন করা অথবা বাহির থেকে ক্রয় করা, নতুন কোনো পণ্য সংযোজন করা প্রভৃতি। আর এজন্যে ব্যয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিন্যাস করে বিশ্লেষণ করতে হয়। এতদউদ্দেশ্যে ব্যয়কে প্রাসঙ্গিক ব্যয়, অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়, সুযোগ ব্যয়, নিমজ্জিত ব্যয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়, পার্থক্যমূলক ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়, প্রমাণ ব্যয় প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়।



## ইউনিট মূল্যায়ন

- ১। ব্যয় বলতে কী বুঝেন? ব্যয়, খরচ ও ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। (What do you mean by cost? Mention the difference among cost, loss, and expenditure.)
- ২। প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে প্রধান কয়েকটি পার্থক্য বর্ণনা করুন। (What is meant by direct cost and indirect cost? Describe some of the main difference between direct cost and indirect cost.)
- ৩। “স্থায়ী ব্যয় মোট পরিমাণে স্থায়ী কিন্তু এককে পরিবর্তনশীল” বুঝিয়ে লিখুন। (“Fixed cost fixed in total but variable in unit” write with interpret.)
- ৪। “পরিবর্তনশীল ব্যয় এককে স্থির কিন্তু মোট পরিমাণে পরিবর্তনশীল” - বুঝিয়ে লিখুন। (“Variable Cost fixed in unit but variable in total” write with interpret.)
- ৫। পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয় বলতে কী বুঝেন? (What do you mean by product cost and period cost?)
- ৬। পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ দেখান। (Show the difference between product cost and period cost.)
- ৭। ঠিকা লিখুন:

(ক) ব্যয় একক, (খ) একক ব্যয়, (গ) ব্যয় কেন্দ্র, (ঘ) আয় কেন্দ্র, (ঙ) মুনাফা কেন্দ্র, (চ) বিনিয়োগ কেন্দ্র, (ছ) স্থায়ী ব্যয়, (জ) পরিবর্তনশীল ব্যয়, (ঝ) আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়, (ঞ) অনুৎপাদন ব্যয়, (ট) প্রাসঙ্গিক ব্যয় (ঠ) অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়, (ড) নিমজ্জিত ব্যয়, (ঢ) পার্থক্যমূলক ব্যয়, (ণ) প্রমাণ ব্যয়।

Write short notes on:

a) Cost Unit b) Unit Cost c) Cost Centre d) Revenue Centre e) Profit Centre f) Investment Centre g) Fixed Cost h) Variable Cost i) Semi-Variable Cost j) Non-manufacturing Cost k) Relevant Cost l) Irrelevant Cost m) Sunk Cost n) Differential Cost o) Standard Cost.